বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-১৫

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা -১২১৫

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১.	ভূমিকা	১
০২.	রূপকল্প	১
০৩.	অভিলক্ষ্য	১
০৪.	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	১
০৫.	কার্যাবলি	২
০৬.	ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকা	২
০৭.	ব্যবস্থাপনা	৩
০৮.	ফাউন্ডেশনের ‘পরিচালনা পর্ষদ’এর সদস্যবৃন্দের তালিকা	৩
০৯.	ফাউন্ডেশনের ‘সাধারণ পর্ষদ’এর সদস্যবৃন্দের তালিকা	৩
১০.	এসএফডিএফ সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো	৫
১১.	ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল	৬
১২.	ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি	৭
১৩.	আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ	৭
১৪.	কার্যক্রমের অগ্রগতি	৭
১৫.	ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য	১০
১৬.	কেইস ষ্টাডি–১	১১
১৭.	কেইস ষ্টাডি–২	১২
১৮.	কেইস ষ্টাডি–৩	১৩
১৯.	ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম	১৪
২০.	ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ	১৫

ভূমিকা

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি ষ্টাডি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশসহ আটটি দেশে পর্যবেক্ষণ শেষে ১৯৭৪ সালে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় । প্রতিবেদনে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি ‘গ্রহণকারী ব্যবস্থা’ গড়ে তোলা এবং ‘প্রদানকারী ব্যবস্থা’কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয় ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর মাধ্যমে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলাসমূহে বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারি খাতে ‘জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি'র সূচনা হয় ।

পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের আওতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ শেষে একটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

প্রকল্পটিকে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধানমতে যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মস্সমূহের পরিদপ্তর হতে ‘নিবন্ধন' গ্রহণের মাধ্যমে ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয় ।

রূপকল্প

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্ত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।
৩. কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;

২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন; এবং

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান ।

ফাউন্ডেশনের কর্ম-এলাকাঃ

ফাউন্ডেশনের 'Memorandum and Articles of Association' অনুসারে দেশের সমগ্র এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা পূর্বে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' প্রাথমিকভাবে ফাউন্ডেশনের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিল সংস্থানের সুপারিশ করা হয় ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে মাত্র ৫.০০ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে 'টাস্ক ফোর্স' সুপারিশ অনুসারে তহবিল সংস্থানের অভাবে কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি ।

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প' গ্রহণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা ও চাঁদপুর জেলার ৬০টি উপজেলায় জোরদারকরণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ২৬টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ।

ব্যবস্থাপনা

সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সাধারণ পর্ষদ' রয়েছে । সাধারণ পর্ষদে ৮ জন পদাধিকার বলে এবং ৩ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'পরিচালনা পর্ষদ' রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে ৫ জন পদাধিকার বলে ও ২ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছেন । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন । ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে উভয় পর্ষদ-এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ।

ক। ফাউন্ডেশনের 'পরিচালনা পর্ষদ'এর সদস্যবৃন্দের তালিকা (৩০–০৬–২০১৫ তারিখে)

০১।	জনাব এম, এ, কাদের সরকার সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সভাপতি (পদাধিকারে)
০২।	জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ মহাপরিচালক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কোটবাড়ী, কুমিল্লা	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৩।	জনাব শাহাবুদ্দিন আহম্মদ যুগ্ম-সচিব (বাজেট অনুবিভাগ-২) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৪।	জনাব মোঃ আবদুল করিম ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৫।	জনাব এম, খায়রুল কবীর ফ্লাট-৩/এ গার্ডেন টাওয়ার, ১, পরিবাগ, ঢাকা	-	সদস্য (মনোনীত)
০৬।	অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা বাসা-১৪/বি, দক্ষিণ ফুলার রোড, ঢাকা	-	সদস্য (মনোনীত)
০৭।	জনাব আবুল হাসেম মোঃ আবদুল্লাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	-	সদস্য-সচিব (পদাধিকারে)

ফাউন্ডেশন গঠনের পর এ যাবত 'পরিচালনা পর্ষদ'র ৩৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

খ। ফাউন্ডেশনের 'সাধারণ পর্ষদ'এর সদস্যবৃন্দের তালিকা (৩০–০৬–২০১৫ তারিখে)

০১।	জনাব এম,এ, কাদের সরকার সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সভাপতি (পদাধিকারে)
০২।	জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ মহাপরিচালক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কোটবাড়ী, কুমিল্লা	-	সদস্য (পদাধিকারে)

০৩।	জনাব শাহাবুদ্দিন আহম্মদ যুগ্ম-সচিব (বাজেট অনুবিভাগ-২) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৪।	জনাব মোঃ আবদুল করিম ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৫।	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিঞা মহাপরিচালক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৬।	যুগ্ম-সচিব (সম্প্রসারণ) কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৭।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন যুগ্ম-প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ পরিকল্পনা কমিশন	-	সদস্য (পদাধিকারে)
০৮।	জনাব এম, খায়রুল কবীর ফ্লাট-৩/এ গার্ডেন টাওয়ার, ১, পরিবাগ, ঢাকা	-	সদস্য (মনোনীত)
০৯।	অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা বাসা-১৪/বি, দক্ষিণ ফুলার রোড, ঢাকা	-	সদস্য (মনোনীত)
১০।	বেগম মোবাশ্বেরা বেগম - সিনিক ভিলা-০৪, ফ্লাট নং-এ-২ হাউজ নং-১৪, রোড নং-১০ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন, ঢাকা	-	সদস্য (মনোনীত)
১১।	জনাব আবুল হাসেম মোঃ আবদুল্লাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	-	সদস্য-সচিব (পদাধিকারে)

ফাউন্ডেশন গঠনের পর এ যাবত ‘সাধারণ পর্ষদ'র ০৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসএফডিএফ সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো

ব্যবস্থাপনা পরিচালক -	০১
মহাব্যবস্থাপক -	০১
উপ-মহাব্যবস্থাপক -	০৪
সহকারী মহাব্যবস্থাপক -	০৬
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক -	১১
ব্যবস্থাপক -	০৬
সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক -	২০
উপজেলা ব্যবস্থাপক -	৪০
সহকারী ব্যবস্থাপক -	০৮
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা -	০৬
কম্পিউটার অপারেটর -	০৮
অফিস সহকারী-কাম-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর -	১৫
সিনিয়র মাঠ কর্মকর্তা -	১০০
মাঠ কর্মকর্তা -	২০০
ড্রাইভার -	০৩
ডেচপাস রাইডার -	০১
অফিসকর্মী -	৭৯
নিরাপত্তা প্রহরী -	০৩
মোট -	**৫১২**

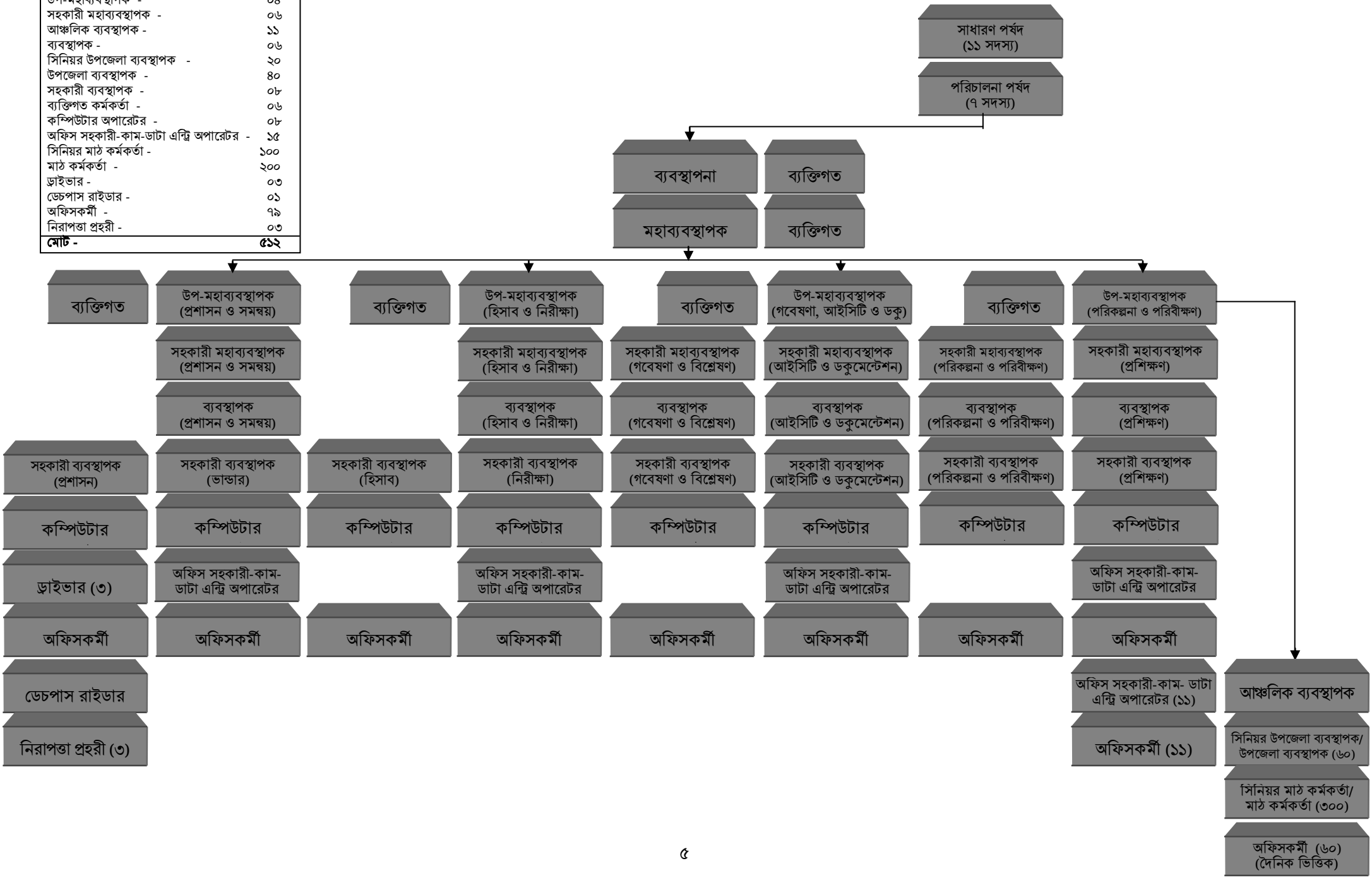

ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল

কার্যালয়/পদ		নির্ধারিত বেতন গ্রেড নং	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা (৩০-০৬-২০১৫ তারিখে)
ক।	**প্রধান কার্যালয়**			
০১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	০১	০১
০২.	মহাব্যবস্থাপক	৪	০১	০১
০৩.	উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়/হিসাব ও নিরীক্ষা/পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ)	৫	০৩	০৩ ১ জন প্রেষণে
০৪.	উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন)	৫	০১	-
০৫.	সহকারী মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়/হিসাব ও নিরীক্ষা/পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ/প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ)	৬	০৪	০৩ ২ জন লিয়েন/প্রেষণ
০৬.	সহকারী মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি, হার্ডওয়ার মেইনটেনেন্স ও রিসার্চ/আইসিটি, সফটওয়ার ও ডকুমেন্টেশন)	৬	০২	-
০৭.	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়/হিসাব ও নিরীক্ষা/পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ/প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ)	৮	০৪	০৫ ১ জন লিয়েনে
০৮.	ব্যবস্থাপক (আইসিটি, রক্ষণা বেক্ষণ ও গবেষণা/আইসিটি ও ডকুমেন্টেশন)	৮	০২	-
০৯.	সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও ভান্ডার/হিসাব/নিরীক্ষা/ পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ/প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ)	১০	০৬	০৫
১০.	সহকারী ব্যবস্থাপক (আইসিটি, রক্ষণাবেক্ষণ ও গবেষণা/ আইসিটি ও ডকুমেন্টেশন)	১০	০২	-
১১.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১১	০৬	০৬
১২.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০৮	-
১৩.	অফিস সহকারী কাম-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৪	০৪	০৩
১৪.	ডেসপাস রাইডার	১৪	০১	-
১৫.	ড্রাইভার	১৪	০৩	০৩
১৬.	অফিসকর্মী	১৯	০৮	০৪
১৭.	নিরাপত্তা প্রহরী	১৯	০৩	০১
	উপ-মোট (ক)	**-**	**৫৯**	**৩৫** **৪ জন লিয়েন/প্রেষণে**
খ।	**আঞ্চলিক কার্যালয় (১১)টি**			
০১.	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (সহকারী মহাব্যবস্থাপকের সমপর্যায়ের বদলিযোগ্য পদ)	৬	১১	০৮
০২.	অফিস সহকারী কাম-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৪	১১	০৫ ১ জন লিয়েনে
০৩.	অফিস কর্মী	১৯	১১	০৫
	উপ-মোট (খ)	**-**	**৩৩**	**১৮** ১ জন লিয়েনে
গ।	**উপজেলা কার্যালয় (৬০ টি)**			
০১.	সিনিয়র উপজেলা ব্যবস্থাপক	০৮	২০	০৬
০২.	উপজেলা ব্যবস্থাপক	১০	৪০	৫১ ২ জন লিয়েনে
০৩.	সিনিয়র মাঠকর্মকর্তা	১৩	১০০	৬৪ ১ জন লিয়েনে
০৪.	মাঠকর্মকর্তা	১৪	২০০	১২০ ৭ জন লিয়েনে
০৫.	অফিসকর্মী স্কেলভুক্ত/অফিসকর্মী (দৈনিকভিত্তিক)	-	৬০	স্কেল ০৭ দৈনিক-০১ ০৮ জন
	উপ-মোট (গ)	**-**	**৪২০**	**২৪৯** ১০ জন লিয়েনে
	মোট (ক+খ+গ)	**-**	**৫১২**	**৩০২** ১৫জন লিয়েন/প্রেষণে

ফাউন্ডেশনের তহবিল প্রাপ্তি

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	তহবিল প্রাপ্তির বিবরণ (জুন ২০১৫ পর্যমত)			উৎস
	আবর্তক ঋণ তহবিল	জনবল, পরিচালন ও অন্যান্য (সম্পদ/প্রশিক্ষণ)	মোট (২+৩)	
১	২	৩	৪	৫
২০০৫-২০০৬	৫০০.০০	৩৫০.০০	৮৫০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৬-২০০৭	-	-	-	-
২০০৭-২০০৮	-	-	-	-
২০০৮-২০০৯	৫০০.০০	১০০.০০	৬০০.০০	অনুন্নয়ন বাজেট
২০০৯-২০১০	৫০০.০০	-	৫০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১০-২০১১	৯২০.০০	৮০.০০	১০০০.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১১-২০১২	৯২২.০০	১৭.০০	৯৩৯.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১২-২০১৩	-	৮.০০	৮.০০	উন্নয়ন বাজেট
২০১৩-২০১৪	১০৪২.৩৬	৬৩৩.৬৮	১৬৭৬.০৪	উন্নয়ন বাজেট
২০১৪-২০১৫	১২৫০.০০	৫৭৫.০০	১৮২৫.০০	
মোট	**৫৬৩৪.৩৬**	**১৭৬৩.৬৮**	**৭৩৯৮.০৪**	-

আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহারের বিবরণ

(টাকার অংকঃ লক্ষ টাকায়)

তহবিলের উৎস	প্রাপ্ত আবর্তক ঋণ তহবিল	ঋণ বিতরণ	ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়			মাঠে বিনিয়োগকৃত ঋণ স্থিতি (আসল)
			আসল	সার্ভিস চার্জ (১১% হারে)	মোট	
১। অনুন্নয়ন বাজেট	১০০০.০০	১০৩২৬.২২	৮৯৫৮.৭০	৯৮৫.৪৬	৯৯৪৪.১৬	১৩৬৭.৫১
২। উন্নয়ন বাজেট	৪৬৩৪.৩৬	২১১৬৬.৪৫	১৫৯৭৫.৪৭	১৭৫৭.৩০	১৭৭৩২.৭৭	৫১৯০.৯৯
মোট	**৫৬৩৪.৩৬**	**৩১৪৯২.৬৭**	**২৪৯৩৪.১৭**	**২৭৪২.৭৬**	**২৭৬৭৬.৯৩**	**৬৫৫৮.৫০**

কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং ২০০৯-২০১৫ সময়ে প্রদত্ত ৪৬.৩৪ কোটি মোট ৫৬.৩৪ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে । ২০১৪–১৫ অর্থ বছরে ৭৫০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৯০০০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'১৫ পর্যন্ত ৩৫৩০টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১০৩৯৪৮ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম–কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । মোট ৪৮টি সমান কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় । ২০১৪–১৫ অর্থ বছরে ৭১৪৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৫৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'১৫ পর্যন্ত ৩১৪৬০.৬৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৪৯১৪.৪৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৩.২১ ভাগ ।

ভান্‌কি ব্যবসায় খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যার ধান শুকানো কাজ

সব্‌জি চাষ খাতে ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যের সব্‌জি বাগান পরিচর্যা

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৪–১৫ অর্থ বছরে ৭১০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'১৫ পর্যন্ত ২৪৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৪–১৫ অর্থ বছরে ৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৫০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'১৫ পর্যন্ত ৮৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৭৫৭৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ৯৯,৭৯০ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৬% । সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ৩০২০২.২৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২৩৭৮.৪৩ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের মাত্রা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

এক নজরে ফাউন্ডেশনের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৫ পর্যমত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	১৪১	৩৩৮৯	৩৫৩০
২। সদস্যভুক্তি	৪১৫৮	৯৯৭৯০	১০৩৯৪৮
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	৯৯.১০	২৩৭৮.৪৩	২৪৭৭.৫৩
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	১২৫৮.৪৩	৩০২০২.২৫	৩১৪৬০.৬৮
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৯৯৬.৫৮	২৩৯১৭.৮৭	২৪৯১৪.৪৫
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	১০৯.৬২৩৬	২৬৩০.৯৬৬	২৭৪০.৫৯
৭। ঋণ আদায়ের হার (%)	৮৮	৯৩	৯৩
৮। সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ (জন)	৩০৩	৭২৭২	৭৫৭৫

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সাফল্য

ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০১৫ পর্যমত সময়ে ১০৩৯৪৮ পরিবার হতে ০১ (এক) জন পুরুষ/মহিলাকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের কৃষি উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংসহান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহে সরকার হতে কোন অনুদান বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। সরকার প্রদত্ত মোট ৫৬.৩৪ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল'এর মাধ্যমে পরিচালনাধীন ঋণ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত ১১% সার্ভিস চার্জের ১০% অর্থের মাধ্যমে পূর্ণকালীন ৩০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

কেইস ষ্টাডি–১

এসএফডিএফ ত্রিশাল উপজেলা থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে সফল মোছাঃ পারভীন বেগম।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)–এর ত্রিশাল উপজেলা কার্যালয় থেকে অনেক গ্রামীন দরিদ্র মহিলা ঋণ সহায়তা নিয়ে সফল জীবন যাপন করছেন। এদের মধ্যে মোছাঃ পারভীন বেগম ত্রিশাল উপজেলা কার্যালয়ের একজন সফল সদস্য।

মোছাঃ পারভীন বেগম, স্বামী মোঃ বাবুল আহমেদ, গ্রাম-বীররামপুর, পোঃ-ত্রিশাল, থানা-ত্রিশাল, জেলা-ময়মনসিংহ। কেন্দ্র বীররামপুর বটতলা মহিলা দল-১ সদস্য নং-১৯। সদস্যের দুই ছেলে। বড় ছেলের বয়স ৯ বছর, ৩য় শ্রেনীতে পড়ে এবং ছোট ছেলের বয়স ৪ বছর।

গাভী পরিচর্যা

মোছাঃ পারভীন বেগম এসএফডিএফ থেকে ঋণ গ্রহনের পূর্বে খুবই অসহায় এবং চরম দারিদ্র্যতার মধ্যে জীবন যাপন করছিল। সদস্যার পরিবার ভাঙা বেড়ার ঘরে বসবাস করতো এবং অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার করতো। তার স্বামী ও আর্থিক অসুবিধার কারণে বেকার জীবন যাপন করছিল। সদস্যার পারিবারিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু আর্থিক সহায়তার খুব প্রয়োজন ছিল। তারপর এসএফডিএফ–এর ঐখানকার কেন্দ্রের সভানেত্রীর সহায়তায় এসএফডিএফ থেকে কয়েক দফায় ঋণ নিয়ে তার পারিবারিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে।

মোছাঃ পারভীন বেগম এসএফডিএফ থেকে ১ম দফায় ১০,০০০ টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে প্রথমে অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং কিছু টাকা লাভবান হয়। এই লাভের টাকা এবং ২য় দফায় প্রাপ্ত ১৫,০০০ টাকা দিয়ে সে ৪ কাঠা জমি বন্ধক নেয়। এই চার কাঠা বন্ধকি জমিতে সে ধান এবং ধানের পাশাপাশি কচু আবাদ করে অনেক লাভবান হয় এবং এই লাভের টাকা দিয়ে সে আরো কিছু জমি বন্ধক নেয়। পরবর্তীতে সে এসএফডিএফ থেকে গাভী ক্রয়ের জন্য ৩য় দফায় ২০,০০০ টাকা ঋণ সহায়তা করেন এবং গাভী ক্রয় করে। গাভী থে সে লাভবান হচ্ছে। গাভীটির বর্তমানে একটি বাছুর আছে এবং বর্তমানে গাভীটি পাঁচ থেকে ছয় কেজি দুধ দেয়। দুধ বিক্রি করেও সে লাভবান হচ্ছে। পরবর্তীতে ৪র্থ দফায় সে আবারো ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ধান এবং কচুর আবাদ করে এবং সেখান থেকে সে লাভবান হয়ে সেই লাভের টাকা দিয়ে তার ভেঙে যাওয়া ঘরটা নতুন করে নির্মাণ করে এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মান করে । বর্তমানে তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল । আমি উপজেলা ব্যবস্থাপক হিসেবে সদস্য মোছাঃ পারভীন বেগম–এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

বেগম ইলোরা আক্তার
উপজেলা ব্যবস্থাপক
ত্রিশাল উপজেলা কার্যালয়
ময়মনসিংহ

কেইস ষ্টাডি–২

এসএফডিএফ চান্দিনা উপজেলা থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে হাড়িখোলা গ্রামের আম্বিয়া বেগম, স্বামীঃ আবদুল ওহাব একজন সফল সদস্য।

ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত হাঁস পালন

চান্দিনা উপজেলার হাড়িখোলা গ্রামের আম্বিয়া বেগম, স্বামীঃ আবদুল ওহাব ২৬।০৩।২০০৭ ইং তারিখে এসএফডিএফ–এ সদস্য পদ লাভ করে ৬,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে যাত্রা শুরূ করে। গত ২৩।১২।২০১৪ ইং তারিখে সর্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। দীর্ঘ আট বছর যাবৎ সদস্য থাকাকালীন সময়ে সে টাকা নিয়ে হাঁস-মুরগী পালন থেকে শুরু করে গরু পালনসহ কৃষি কাজ করে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে । প্রথম অবস্থায় তাঁর একটি ছিল কুঁড়েঘর এখন তার টিনের চালাসহ চারিদিকে টিনের বেড়া। তার দুটি মেয়ে শিরিনা এবং জেসমিনকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়েছে। তার ছেলেটিকে বর্তমানে ৫ম শ্রেণীতে পড়াচ্ছে। সে এখন আগের চেয়ে ভাল ও স্বচ্ছল দিনাতিপাত করছে। এসএফডিএফ পরিচালিত হাঁসমুরগী ও গরুপালনে তিন বার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে। আমি উপজেলা ব্যবস্থাপক হিসেবে সদস্য আম্বিয়া বেগম–এর মত অন্যান্য সদস্যদেরকে উদ্যোগী হওয়ার বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবো।

মোহাঃ মাহবুবুর রহমান
উপজেলা ব্যবস্থাপক
চান্দিনা উপজেলা কার্যালয়
কুমিল্লা

কেইস ষ্টাডি-৩

এসএফডিএফ মুক্তাগাছা উপজেলা থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে মোছাঃ কহিনূর বেগম, স্বামীঃ মোঃ লাল মিয়া একজন সফল সদস্য।

সদস্য হওয়ার পূর্বের অবস্থাঃ মোছা কহিনূর বেগম ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনুএ সদস্য হওয়ার পূর্বে বসতভিটা ও বাড়ীর আঙ্গিনাসহ ৬.৫ শতাংশ ও ৫৮.৫ শতাংশ কৃষি জমিসহ সর্বমোট ৬৫ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন । কহিনূর ছোট একটি ছাপরা ঘরে তার দুটি সন্তান স্বামীকে নিয়ে অত্যান্ত কষ্ট করে থাকতেন। স্বামী লাল মিয়া ৫৮.৫ শতাংশ জমিতে ধান চাষ করতেন। এই জমি থেকে যে পরিমাণ ধান পেতেন তা দিয়ে কহিনূর বেগম তার দুই সন্তান ও স্বামীকে নিয়া কষ্ট করে দিন কাটাতেন ।

ঋণের টাকা খাটিয়ে আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে নছিমন ক্রয়

সদস্য হওয়ার পরবর্তী অবস্থাঃ মোছাঃ কহিনূর বেগম ২৫।০৮।১১ইং তারিখে লাংগুলিয়া ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন মহিলা কেন্দ্র ৭ এর সদস্য হিসাবে ভর্তি হন । সঞ্চয় ১০০ টাকা জমা করে ০৯।০৯।২০১১ইং তারিখ ১ম দফা ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করেন । ১ম দফা ঋণের টাকা নিয়ে কহিনূর তার স্বামী লাল মিয়াকে একটি ভ্যান গাড়ী ক্রয় করে দেন। ভ্যান গাড়ীর থেকে প্রতি ২/৩ শত টাকা রোজগার হয় তা থেকে প্রতি সপ্তাহে ২৫০ কিস্তি চালিয়ে সংসারের ব্যয় ভার বহন করেন ।

২য় দফা কহিনূর ১৫,০০০টাকা ঋণ গ্রহন করেন । ১৫,০০০ টাকা দিয়া কহিনূর একটি টিনের ঘর দেন । সদস্যা হওয়ার পূর্বে কহিনূর একটি ছোট ছাপরা ঘর ছিল যেখানে ছেলে মেয়েকে দিয়া অতি কষ্টে রাত্রদিন কাটাতেন।

৩য় দফা ২০,০০০ টাকা নিয়ে কহিনূর বেগম ০২টি রিক্সা ক্রয় করে ভাড়া দেন। প্রতিদিন ০২টি রিক্সা থেকে ১২০ টাকা ভাড়া আসে এবং বছর শেষে ৪৩,২০০ টাকা আয় করতে থাকেন ।

৪র্থ দফা ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কহিনূর পূর্বের ক্রয়কৃত ভ্যান ও রিক্সা বিক্রি করে এবং নিজের হাত থেকে কিছু টাকা দিয়ে সর্বমোট ৬৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি ইন্জিন চালিত নছিমন গাড়ী ক্রয় করেন । স্বামী লাল মিয়া ইঞ্জিন চালিত নছিমন গাড়ীটি নিজে চালান । প্রতিদিন নছিমন গাড়ীটি থেকে ৫/৬ শত টাকা রোজগার হয় এই আয় থেকে কহিনূর তার সংসার ও একমাত্র মেয়ে মিলির পড়া লেখার যোগান দেন । সংসারের সব ব্যয় বহন করার পরও প্রতিদিন কহিনূর বেগম ২০০ টাকা আয় করে । মাসে ৬,০০০ টাকা আয় থাকে । কহিনূরের ইচ্ছা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহন করে আরও একটি ইঞ্জিন চালিত নছিমন গাড়ী কিনার । কহিনূর বেগমের সংসারে আর কোন দারিদ্রতা নেই । নেই কোন অশান্তির বারতা । ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ দিয়ে কহিনূর একজন আত্মনির্ভরশীল সফল নারী ।

এস,এম, হেলাল উদ্দিন
উপজেলা ব্যবস্থাপক
মুক্তাগাছা উপজেলা কার্যালয়
ময়মনসিংহ

ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম

'দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে ৫৪.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৫টি প্রশাসনিক বিভাগে স্থাপিত ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্পের তৃণমুল পর্যায়ের কার্যক্রম ৫৪টি উপজেলায় স্থাপিত উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১ জন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ০২ জন মাঠ সংগঠক সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্যক্রম গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজর, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাঠ কার্যক্রম

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মার্চ, ২০১৪ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। জুন ২০১৫ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

কার্যক্রম	কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুন ২০১৫ পর্যমত)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
১। কেন্দ্র গঠন	২৯	৬৮৮	৭১৭
২। সদস্যভুক্তি	৬২১	১৪৮৯৭	১৫৫১৮
৩। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	১৪.৫২৩২	৩৪৮.৫৫৬৮	৩৬৩.০৮
৪। ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	১১৭.৭৪৩২	২৮২৫.৮৩৭	২৯৪৩.৫৮
৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৭৪.০৬২	১৭৭৭.৪৮৮	১৮৫১.৫৫
৬। সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৭.৩৩৯৬	১৭৬.১৫০৪	১৮৩.৪৯
৭। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার (%)	১০০	১০০	১০০

ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ

ফাউন্ডেশনটি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতা প্রদান করে না। ফাউন্ডেশনকে নিজের আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকতা–কর্মচারীদের বেতন–ভাতাসহ প্রতিমাসে সংস্থাপন ও পরিচালন খাতে প্রায় ৩৯.০০ লক্ষ টাকা মাসিক ব্যয় হয়ে থাকে ।

সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ১১% সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এর ৩ ভাগ অংশ প্রবৃদ্ধির জন্য রেখে ৭ ভাগ থেকে ৩০১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতনভাতা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে ।

'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ৭৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১টি জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হয়েছে । ইতোমধ্যে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সহসাই ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে।

এছাড়া (১) ৩৯৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ শীর্ষক ১টি, (২) ২৯০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি' শীর্ষক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নসহ' শীর্ষক ১টিসহ মোট ৩টি প্রকল্প ২০১৫–১৬ অর্থ বছরে এডিপি'তে প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এ ৩টি প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে ।